দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন

নৈতিক অবক্ষয় রোধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা

নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বক্তব্যটা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই প্রতিরোধের ধারণাটা আমাদের সামনে এসেছে এমন একটা পটভূমিতে— যখন বলতে গেলে সর্বত্র নৈতিক অবক্ষয়ের গ্লানিকর চূড়ান্ত পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি সর্বত্র। আজ আমরা নৈতিক অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী বিভীষিকার মুখোমুখি হয়েছি। যার পরিণতিতে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে।

যে ছাত্ররা একদিন পবিত্রতার প্রতীক ছিল, সেই ছাত্র সমাজের এক ব্যাপক অংশ আজ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা পরীক্ষার হলে নকলের আশ্রয় নিচ্ছে, বিলাসিতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে "পর ধন লোভে মত্ত"— হয়ে উঠেছে। এদের একাংশ হাইজ্যাকিং, লুটতরাজ, মারামারি, মাস্তানী প্রভৃতির সাথে জড়িত। আসলে এদের নিজেদের কোন দোষ নেই। এরা প্রতিকূল অবস্থার শিকার— বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় থেকে, এদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শুধু যে ছাত্র যুবকরাই নৈতিক অবক্ষয়ের পঙ্কে তলিয়ে যাচ্ছে— তা নয়। যে প্রশাসন একদিন স্বর্গীয় নির্মলতার দৃষ্টান্ত ছিল, লোকে বলে সেখানে আজ ঘুষ, দুর্নীতির রাজত্ব। মুনাফাবৃত্তির উদগ্র বাসনায় উন্মত্ত হয়ে ব্যবসায়ীগণ আজ স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিষাক্ত করে তুলেছেন। নৈতিক অবক্ষয়ের সীমাহীন দৌরাত্ম্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যেমন— সাহিত্য-সিনেমাঙ্গনে নগ্নতা-যৌনতার অবাধ পদচারণা। পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলনে অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য প্রীতি। অবহেলিতদের প্রতি অমানুষিক আচরণ। স্বার্থপরতা-পরশ্রীকাতরতা— সব কিছুই নৈতিক অবক্ষয়ের পর্যায়ভুক্ত। সাম্প্রতিক বন্যায় অসহায় মানুষদের প্রতি কিছু কিছু বিত্তবান লোক ফিরেও তাকাচ্ছেন না। তাদের যে নৈতিক দায়িত্ব আছে তা বোধ হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। বর্তমান সময়গুলোতে নৈতিক অবক্ষয় অতি প্রকটরূপ ধারণ করেছে। কিন্তু বর্তমান নৈতিক অবক্ষয় কোন আকস্মিক কার্যকারণের ফল নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চরম বৈপরীত্যের পরিণাম এটা। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা, দীর্ঘ দিনের বিদেশী শাসন, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব— প্রভৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের নৈতিক অবক্ষয়ের বিধ্বংসী উপাদান। নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকা কি— এ বিষয়ে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে। আর এর যথার্থ উত্তর হবে, নৈতিক অবক্ষয় রোধে ছাত্র সমাজের এক অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে আমাদের ন্যায় সদ্য স্বাধীন দেশের ছাত্র সমাজের। আমাদের দেশে যে মুষ্ঠিমেয় ছাত্র শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করে, তারা ভাগ্যবানদের অংশ।

কেউ হয়তো বলবেন, যে ছাত্র সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার তাদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। যুক্তি হিসেবে এটাকে আংশিকভাবে মেনে নেয়া যায়। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই দায়িত্ব কে নেবে? সমাজের সবাই তো কম-বেশী নৈতিক অবক্ষয়ের ব্যাধিতে ভুগছেন। সুতরাং নৈতিক অবক্ষয় রোধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা অস্বীকার করা চলে না। নৈতিক শিক্ষার অভাব, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ, গতিশীল নেতৃত্বের অভাব, দেশে বিরাজমান বিবিধ সমস্যার কারণে ছাত্রদের একাংশকে নৈতিক অবক্ষয়ের ক্লেদাক্ত পরিবেশের অসহায় শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে ছাত্র সমাজ যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হতে পারবে, অন্যেরা তত তাড়াতাড়ি পারবে না। কেননা ছাত্ররা বৈষয়িক বন্ধনে আবদ্ধ নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক তারা, তারা সমাজের গতিশীল অংশ। তাদের মননশক্তিও গতিশীল। এ কারণেই নৈতিক অবক্ষয়ের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে তারা স্বল্প সময়ে অধিক সচেতন হতে পারে। নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে শুধু ছাত্র সমাজই নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, দেশের প্রতিটি নাগরিকই তা থেকে উপকৃত হবে। ইতিমধ্যেই ছাত্র সমাজ নিজেদের ভুল উপলব্ধি করতে পেরে— নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। দেশের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, কর্তা ও নেতৃত্বদানকারীদের এ ব্যাপারে ছাত্র সমাজকে উৎসাহিত করতে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের মধ্যে কোন্দল-হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে— হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজ যাতে নৈতিক অবক্ষয় হতে মুক্ত হয়, তার জন্যে ছাত্রদের সংগঠিত করতে হবে। ছাত্ররা যাতে ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে, নিজেদের অধঃপতন থেকে রক্ষা করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসতে পারে এমন ব্যবস্থা সরকারকে এখনই গ্রহণ করতে হবে। তাহলে ছাত্ররা আর ভবিষ্যতে হতাশার কালো ছায়ায় ডুবে যাবে না। ফলে, ছাত্ররা পড়ালেখায় নিবিষ্ট হবে এবং ধর্মঘট বা পরীক্ষা বর্জনের কথা তারা তুলবে না। নৈতিক অবক্ষয় সমাজের দুর্গতি ডেকে আনে, দেশের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে, অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। ছাত্ররা আজ এসব উপলব্ধি করতে পেরেছে। ফলে, তারা ফিরে আসছে নিজেদের সংশোধনের জন্যে। অবক্ষয় রোধ একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অথচ কঠিন দায়িত্ব। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ব্যতীত নৈতিক অবক্ষয়ের জগদ্দল পাথরটা সরানো সম্ভব নয়। কারো উপর দোষারোপ করে এর অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। প্রতিকূলতার মধ্যে অসহায়তা আরো বিপর্যয়ই ডেকে আনবে। তাই বৃথা কালক্ষয় না করে একাজে ছাত্র সমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই দেশের জন্য মঙ্গল।

—মোঃ তারেক মাহমুদ সজল।